যে কোনও ধরনের
বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন।
ফোন নম্বরঃ
৯৬৩৫৭৭২৯৭২

জেলার অন্যতম প্রথম সারির সংবাদ পাক্ষিক

বাঁকুড়া প্লাস

PRGI NO.-WBBEN/26/A3312

পাক্ষিক
বাঁকুড়া প্লাস
প্রতি ইংরাজি মাসের
৪ ও ২০
তারিখে প্রকাশিত হয়।

প্রথম বর্ষ ❑ ০৪ সংখ্যা ❑ ১৯ আষাঢ় ১৪৩৩ ❑ BANKURA PLUS ❑ VOL -01❑ ISSUE- 04 ❑ 04 July 2026 ❑ Price ₹ 2

বিপুল সমর্থন, উন্নয়ন দিয়েই 'ঋণ'শোধ:মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা,মুকুটমণিপুর:হুল দিবসের রাজ্য-স্তরের মঞ্চ থেকেই বিধানসভা ভোটে আদিবাসীদের দেওয়া বিপুল সমর্থনের 'ঋণ' উন্নয়নের মাধ্যমে ফেরানোর প্রতিশ্রুতি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে ঘোষণা করলেন আদিবাসী এলাকার জন্য একাধিক নতুন প্রকল্প।

ক্ষমতা বদলের পর জেলায় এটাই ছিল মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম সরকারি কর্মসূচি। তাই প্রশাসন থেকে রাজনীতি, সবার নজর ছিল মুকুটমণিপুরের এই অনুষ্ঠানে। সেখান থেকে তিনি আগের সরকারের নীতির কড়া সমালোচনা করেন। তৃণমূলকে ব্রিটিশদের থেকেও বেশি অত্যাচারী বলেও আক্রমণ করেন।

মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে এখন ১৭ জন আদিবাসী বিধায়ক। সবাই বিজেপির। আপনারা দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করেছেন। এবার উন্নয়নের মাধ্যমেই সেই ঋণ শোধ করব।" আদিবাসী ও মূলবাসীদের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি বাঁচাতে রাজ্য সরকার কাজ করবে

বলেও জানান তিনি।

কী কী প্রতিশ্রুতি মিলল?- শিক্ষা ও নিরাপত্তা: কেন্দ্রীয় প্রকল্পে নতুন ক্লাসরুম, ছাত্রাবাস মেরামত এবং স্কুলে মাল্টিপারপাস ইভেন্ট স্টেডিয়াম হবে। মানব-হাতির সংঘাত কমাতে 'আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম' চালু করার প্রস্তাব আছে। **খাদ্য ও ভাতা:** পিএম জনমন প্রকল্পের আওতায় লোধা, বীরহোড়, টোটো-সহ প্রাচীন আদিবাসী গোষ্ঠীর জন্য খাদ্য নিরাপত্তার কর্মসূচি শুরু হয়েছে। আগামী অগস্ট থেকে ফল মিলবে। 'জয় জোহার' ভাতা ৫০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে আপাতত।- **হস্টেল ও প্যাকেজ:** আদিবাসী হস্টেলের আবাসিকদের খাবার-ভাতা ১৫০০ টাকা বাড়ছে। আদিবাসী এলাকার বিশেষ উন্নয়নের জন্য ৩৫০ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা।

এরপর ৩য় পাতায়....

জিআই স্বীকৃতি,গর্বের মুকুটে চার পালক

শিল্প,ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং কারুকার্যের পীঠস্থান বাঁকুড়া জেলা আবারও বিশ্বমঞ্চে নিজের নাম উজ্জ্বল করল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বাঁকুড়ার চারটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও প্রাচীন শিল্প-বেলিয়াতোড়ের মেচা সন্দেশ, সিমলাপালের পুখুরিয়ার কাঁসার বাটি (ধ্বনি পাত্র), ইন্দপুরের হাটগ্রামের শঙ্খশিল্প এবং বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যবাহী দশাবতার তাস-অফিসিয়াল 'জিআই' (Geographical Indication) বা ভৌগোলিক নির্দেশক তকমা পেল। এই অনন্য স্বীকৃতি জেলার শিল্পীদের দীর্ঘদিনের নীরব সাধনা ও ঐতিহ্যের প্রতি এক বিশাল সম্মান।

স্বাদের জাদুতে বেলিয়াতোড়ের মেচা সন্দেশ:

কয়েক দশক ধরে নিজস্ব স্বাদে রসনাবিলাসীদের মুগ্ধ করে রেখেছে বেলিয়াতোড়ের মেচা সন্দেশ। মিষ্টি

বেলিয়াতোড়ের মেচা সন্দেশ

সিমলাপালের ধ্বনি পাত্র বা 'সিঙ্গিং বোল'

ব্যবসায়ী হীরালাল দে ও ভগবান দাস মোদকরা জানান, ২০২২ সাল থেকেই এই স্বীকৃতির জন্য লড়াই চলছিল। দীর্ঘসময় গুণমান বজায় রাখতে সক্ষম এই মিষ্টি রপ্তানির জন্য অত্যন্ত আদর্শ। সরকারি সহায়তা ও সঠিক বিপণন ব্যবস্থা পেলে এই শিল্পকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব, যা জেলার অর্থনীতিতে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।

সিমলাপালের ধ্বনি পাত্র বা 'সিঙ্গিং বোল':সিমলাপালের পুখুরিয়ার শিল্পীদের তৈরি কাঁসার বাটি আজ বিশ্বজুড়ে 'সিঙ্গিং বোল' বা ধ্বনি পাত্র হিসেবে সমাদৃত। সাউন্ড থেরাপির কাজে ব্যবহৃত এই বাটি তৈরির ঐতিহ্য এখানে প্রায় দেড়শো বছরের পুরনো। ৫০০ গ্রাম থেকে ৪০ কেজি পর্যন্ত ওজনের বাটি তৈরিতে এখানকার শিল্পীদের দক্ষতা আজ বিশ্ববন্দিত। পুখুরিয়া কো-অপারেটিভ ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল সোসাইটির সম্পাদক হারাধন কর্মকার এই স্বীকৃতিতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে শিল্পের প্রসারে প্রশাসনের কাছে বিশেষ সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন।

এরপর ২য় পাতায়....

কর্কট রোগে মেডিক্যালে চালু হল অভ্যন্তরীণ বিকিরণ চিকিৎসা কেন্দ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া: কর্কট রোগের উন্নত চিকিৎসা দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল বাঁকুড়া মেডিক্যাল। বুধবার চিকিৎসক দিবসে চালু হল অভ্যন্তরীণ উচ্চমাত্রার বিকিরণ চিকিৎসা কেন্দ্র। কলকাতা থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। বাঁকুড়া মেডিক্যালে এই উপলক্ষে অনুষ্ঠান হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিকিৎসক সুভাষ সরকার,বাঁকুড়ার জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত, মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ পঞ্চানন কুণ্ডু, হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক অর্পণকুমার গোস্বামী প্রমুখ।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, প্রায় আট কোটি টাকা খরচ করে এই কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। প্রধান চিকিৎসক জানান, কর্কট রোগীদের বিকিরণ চিকিৎসা হবে এই কেন্দ্রে। এখানে রোগীর শরীরে যে জায়গায় কর্কট হয়েছে, ঠিক সেই অংশেই সরাসরি বিকিরণ দেওয়া যাবে। আগের পদ্ধতিতে গোটা অংশে বিকিরণ দিতে হত। তাতে পাশের সুস্থ অঙ্গের ক্ষতি হওয়ার ভয় থাকত। নতুন পদ্ধতিতে সেই ভয় নেই। তাই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও কম। চিকিৎসার সময়ও কম লাগে।

মূলত জরায়ুমুখের কর্কটের জন্য এই পদ্ধতি খুব উপযোগী। এছাড়া স্তন, মাথা-গলা, প্রোস্টেট বা চোখের কর্কটের ক্ষেত্রেও এটি কাজে দেয়।

এতদিন এই কেন্দ্র না থাকায় জরায়ুমুখের কর্কটে আক্রান্তদের বর্ধমান মেডিক্যালে পাঠাতে হত। এখন থেকে বাঁকুড়াতেই চিকিৎসা হবে। ফলে রোগীদের ভোগান্তি কমবে বলে মনে করছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

প্রধান চিকিৎসক বলেন, "রাঢ়বঙ্গে একমাত্র বাঁকুড়া মেডিক্যালেই এই পরিষেবা শুরু হল। এর ফলে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ছাড়াও পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পাশের ঝাড়খণ্ডের রোগীরাও উপকার পাবেন। আমাদের কর্কট বিভাগে দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়খণ্ডের অনেক মানুষ চিকিৎসা করাতে আসেন।"

রোগীর সংখ্যা বাড়ায় হাসপাতালে আরও ভালো পরিকাঠামোর দাবি উঠছে। অনেক রোগীকেই পরিকাঠামোর অভাবে বাইরে যেতে হয় বলে অভিযোগ আছে। নতুন কেন্দ্র চালুর পর আরও নিখুঁত ছবি তোলার যন্ত্র ও উন্নত বিকিরণ যন্ত্রের দাবিও জানানো হয়েছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের কাছে।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।।
- গীতা, কর্মযোগ,১৯ নং শ্লোক
"অতএব তুমি অনাসক্ত হইয়া সর্বদা কর্তব্য (নিত্য) কর্মের অনুষ্ঠান করো। কামনা শূন্য হইয়া কর্ম করিলে মানুষ নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করে।

সম্পাদকীয়

রাজ্য বাজেটে বাঁকুড়া:প্রাপ্তি,প্রত্যাশা ও আগামী পথ

রাজ্য বাজেট ঘোষণার পর প্রতি বছরই জেলার মানুষ হিসেব কষতে বসেন-তাঁদের প্রাপ্তি কতটুকু, আর বঞ্চনাই বা কতখানি। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের পশ্চিমবঙ্গের বাজেট ঘিরেও বাঁকুড়ায় সেই প্রশ্নেরই পুনরাবৃত্তি। অনেকের অভিযোগ, বাজেটের পাতায় বাঁকুড়ার নাম যেন খুব বেশি উচ্চারিত হয়নি। কিন্তু উন্নয়নের মূল্যায়ন কি কেবল নামোল্লেখের সংখ্যায় হয়? নাকি একটি জেলার বাস্তব প্রয়োজনকে সামনে রেখে গৃহীত নীতিগত সিদ্ধান্তেই তার প্রকৃত তাৎপর্য নিহিত থাকে?

বাঁকুড়ার মাটি, মানুষ ও অর্থনীতির চরিত্র অন্য অনেক জেলার থেকে আলাদা। কৃষি এখানকার প্রাণ, তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত পশুপালন, কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্র উদ্যোগ এবং পর্যটন। একসময় খরাপীড়িত জেলার তকমা বহন করা বাঁকুড়া আজ অনেক দূর এগিয়েছে, কিন্তু কৃষিকে আধুনিক ও স্থিতিশীল করার লড়াই এখনও শেষ হয়নি। তাই পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মাইক্রো-সেচ এবং সৌরচালিত সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ নিছক একটি প্রকল্প নয়; এটি কৃষিনির্ভর অর্থনীতিকে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত থেকে রক্ষা করার এক দূরদর্শী পদক্ষেপ। বহু দশক আগে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী' পত্রিকার পাতায় বাঁকুড়ার সেচব্যবস্থা সম্পর্কে যে চিত্র তুলে ধরেছিলেন, সেই ইতিহাস যেন আজও আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়-এই জেলার উন্নয়নের চাবিকাঠি জল ও কৃষি।

গ্রামীণ অর্থনীতির আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ পশুপালন ও দুগ্ধশিল্প। এই খাতে বিশেষ আর্থিক বরাদ্দ নিঃসন্দেহে বহু ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পরিবারের জীবনযাত্রায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। একইভাবে গঙ্গাজলঘাটি শিল্পপার্কে ডিফেন্স ম্যানুফ্যাকচারিং হাব প্রতিষ্ঠার ঘোষণা বাস্তবায়িত হলে তা বাঁকুড়ার শিল্পায়নের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচনা করবে। শিল্প মানেই শুধু বিনিয়োগ নয়; শিল্প মানে কর্মসংস্থান, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নতুন প্রজন্মের স্বপ্ন দেখার সাহস।

বাঁকুড়া বরাবরই মেধার উর্বর ভূমি। সেই কারণেই শিক্ষাক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরেই আরও বড় উদ্যোগের দাবি ছিল। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জমি চিহ্নিতকরণের ঘোষণা নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক সূচনা। তবে এখানেই থেমে থাকলে চলবে না। উচ্চশিক্ষা, গবেষণা এবং দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও সমান গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

তবু একথাও স্বীকার করতে হবে, মানুষের প্রত্যাশার সবটুকু এই বাজেটে প্রতিফলিত হয়নি। বিশেষ করে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে একটি আধুনিক, জাতীয় মানের হাসপাতালের দাবি বহুদিনের। উন্নয়নের পরিমাপ কেবল রাস্তা, সেতু বা শিল্পে সীমাবদ্ধ থাকে না; মানুষের সুস্বাস্থ্য এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।

সম্প্রতি মুকুটমণিপুরে পর্যটন উন্নয়ন নিয়ে সরকারের ইতিবাচক বার্তা নতুন আশার সঞ্চার করেছে। বাঁকুড়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, লোকসংস্কৃতি, টেরাকোটা ঐতিহ্য এবং ঐতিহাসিক নিদর্শনকে কেন্দ্র করে পর্যটনের যে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে, তাকে সুপরিকল্পিতভাবে বিকশিত করা গেলে এই জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম অর্থনৈতিক চালিকাশক্তিতে পরিণত হতে পারে।

সবশেষে মনে রাখতে হবে, বাজেট কোনো সমাপ্তি নয়; এটি একটি সূচনা। ঘোষণার চেয়ে তার বাস্তবায়নই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রশাসনের দক্ষতা, জনপ্রতিনিধিদের সক্রিয় ভূমিকা এবং মানুষের অংশগ্রহণ-এই তিনের সমন্বয়েই উন্নয়ন বাস্তব রূপ পায়।

বাঁকুড়া আজ সম্ভাবনার এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। কৃষির ঐতিহ্য, শিল্পের নবদিগন্ত, শিক্ষার প্রসার এবং পর্যটনের অবারিত সম্ভাবনাকে সমন্বিত করতে পারলে আগামী দিনের বাঁকুড়া শুধু একটি উন্নত জেলা নয়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের কাছে এক সফল উন্নয়ন-মডেল হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সেই প্রত্যাশাই আজ জেলার মানুষের সবচেয়ে বড় শক্তি।

জিআই স্বীকৃতি,গর্বের মুকুটে চার পালক

১ম পাতার পর...

হাটগ্রামের শঙ্খশিল্পের অনন্য কারুকার্য

হাটগ্রামের শঙ্খশিল্পের অনন্য কারুকার্য:ইন্দপুরের হাটগ্রামের শঙ্খশিল্পের ইতিহাস প্রায় ২৫০-৩০০ বছরের পুরনো। শাঁখা, চুড়ি থেকে শুরু করে বাদ্য শঙ্খের ওপর রামায়ণ-মহাভারতের দৃশ্য বা দেব-দেবীর সূক্ষ্ম নকশা ফুটিয়ে তোলায় এখানকার শিল্পীরা সিদ্ধহস্ত। গ্রামের প্রায় দুশো পরিবার এই শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী বাবলু নন্দী জানান, এই জিআই তকমা শিল্পীদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ করেছে। তবে শিল্পের যথাযথ প্রচারের স্বার্থে জাতীয় সড়কের পাশে হাটগ্রামের নামে একটি তোরণ নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

মল্লরাজাদের স্মৃতিবহ দশাবতার তাস:তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন প্রায় সাড়ে চারশো বছরের প্রাচীন বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস, যা মল্লরাজাদের গৌরবময় ইতিহাসের সাক্ষী। বিষ্ণুপুরের শাঁখারী বাজারের ফৌজদার পরিবার প্রজন্ম ধরে এই তাস এঁকে যাচ্ছেন। শিল্পী শীতল, বাঁশরী ও প্রশান্ত ফৌজদার জানান, দুই থেকে চার ইঞ্চি ব্যাসের ১২০টি গোলাকার তাসের এই সেট পাঁচজন মিলে খেলতে হয়। বিদেশের বাজারে সেভাবে প্রচার না পেলেও, জিআই স্বীকৃতির পর এই শিল্পের কদর যে বহুগুণ বাড়বে, সে বিষয়ে তাঁরা আশাবাদী। বিষ্ণুপুরের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রতিবছর বিষ্ণুপুর মেলায় দশাবতার তাস খেলার বিশেষ রেওয়াজ আজও বিদ্যমান।জিআই তকমা পাওয়ার ফলে বাঁকুড়ার এই চারটি শিল্প এখন সরকারিভাবে সুরক্ষিত ও স্বীকৃত। ব্যবসায়ীরা মনে করছেন, প্রশাসনিক সহযোগিতা ও আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা গেলে এই শিল্পগুলি শুধু বাঁকুড়ার পরিচয় নয়, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির অন্যতম স্তম্ভ হয়ে উঠতে পারে।

মল্লরাজাদের স্মৃতিবহ দশাবতার তাস

রাইপুরে বজ্রপাতে প্রাণ গেল ২ যুবকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, রাইপুর: রাইপুরে পৃথক দুটি বজ্রপাতের ঘটনায় মৃত্যু হল দুই যুবকের। মৃতরা হলেন মধুপুর গ্রামের বুদ্ধেশ্বর মান্ডি (৩৬) ও সয়েরবেদিয়া গ্রামের শঙ্কর চলকা (৩৭)।

পুলিশ সূত্রে খবর, সম্প্রতি এক দুপুরে মাঠে গরু চরাতে গিয়েছিলেন বুদ্ধেশ্বর। একই সময়ে ছাগল নিয়ে মাঠে গিয়েছিলেন শঙ্কর। হঠাৎ বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই তাঁরা লুটিয়ে পড়েন।

স্থানীয়রা উদ্ধার চিকিৎসার জন্য তাদের স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ গিয়ে দেহ ২টি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য দেহ বাঁকুড়া মেডিক্যালের মর্গে পাঠায়।

ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর পৃথক দুই মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে রাইপুর থানা।

পুরবোর্ড ভেঙে বাঁকুড়া পুরসভায় প্রশাসক নিয়োগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া: দলীয় অনাস্থার জেরে পুরপ্রধান ইস্তফার পর, এ বার বাঁকুড়া পুরসভার বোর্ড ভেঙে দিল রাজ্য সরকার। সম্প্রতি পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর বোর্ড ভাঙার নির্দেশ পাঠায়। মহকুমা শাসককে প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

সরকারি নির্দেশে বলা হয়েছে, পুরপরিষেবার কাজে পুরপ্রতিনিধিদের অবহেলা ছিল। রাজ্যের পাঠানো কারণ দর্শানোর নোটিসের জবাব ১১ নম্বর ওয়ার্ডের অলকা সেন মজুমদার ছাড়া আর কেউ দেননি বলে দাবি।

পুরপ্রতিনিধিদের অভিযোগ, তাঁরা জবাব দিলেও তা মানা হয়নি। বর্ষার মুখে পুরবোর্ড ভাঙায় জরুরি কাজ আটকে গিয়েছে। শহরবাসীর দাবি, দ্রুত পরিষেবা চালু হোক।

বাঁকুড়া পুরসভার এক বিদায়ী সদস্য জানান, "প্রশাসক দিয়ে বেশিদিন চালানো যায় না। রাজ্য সরকার শীঘ্রই পরবর্তী পদক্ষেপের নির্দেশ দেবে বলেই তারা আশাবাদী।"

বিপুল সমর্থন,উন্নয়ন দিয়েই 'ঋণ' শোধঃ মুখ্যমন্ত্রী

১ম পাতার পর...

ভুয়ো শংসাপত্রে কড়া হুঁশিয়ারি: "হাজার হাজার ভুয়ো এসটি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী-দপ্তর সব তদন্ত করছে। দোষী প্রমাণ হলে যে দিয়েছে আর যে নিয়েছে, দু'জনকেই জেলে পাঠানো হবে। আদিবাসীদের সার্টিফিকেট নিয়ে দু'নম্বরি করতে দেব না।"- **পরিকাঠামো:** জঙ্গলমহলের ৭৫টি ব্লকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পানীয় জল, কমিউনিটি হলের জন্য পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন দপ্তর ১২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। খাতড়ায় নতুন হাসপাতাল হবে। মুকুটমণিপুরকে আদর্শ পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়া হবে। জামশেদপুর-দুর্গাপুরকে ২০০ কিমি রাস্তা দিয়ে জোড়ার পরিকল্পনাও আছে।

প্রশাসনের হিসাব অনুযায়ী, সেদিন বাঁকুড়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ১৫ হাজার মানুষ এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।

গ্রেফতার ২ সিভিক ভলান্টিয়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা , শালতোড়া: সরকারি প্রকল্পের টাকা থেকে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে ২ সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতরা হল শালতোড়ার সালমার বাসিন্দা বাপ্পা মন্ডল ও চন্দন চট্টোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার তাঁদের বাঁকুড়া আদালতে তোলা হয়। বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ জানায়, স্থানীয় বাসিন্দারা শালতোড়া থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত করে গ্রেফতার। গ্রামবাসীদের দাবি, বাংলার বাড়ি প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নামে উপভোক্তাদের কাছ থেকে টাকা নিত তারা। বিজেপির শালতোড়া-১ মন্ডল সভাপতি অরূপ মন্ডল বলেন, "ধৃতদের মধ্যে একজন আগে তৃণমূলের অঞ্চল যুব সভাপতি ছিল। শুধু কাটমানি নয়, প্রকল্পের পুরো বরাদ্দের টাকা লুট করেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।"

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক তৃণমূল কর্মীর কথায়, "এদের পিছনে কোনও নেতার হাত আছে, পুলিশ সেটা খুঁজে বের করুক।"

TENDER NOTICE

Notice inviting e-Tender by the E.O, Indpur P.S for e-Tender No. 02 of 2026-27 Dated: 02/07/2026 for 1 (one) no. Scheme under 15th FC fund. Other details will be available at the Office of the undersigned on any working days or visit the Web-Site www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O, Indpur P.S

মুকুটমণিপুরে হুল দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আগে সিধু -কানহুর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

দিল্লির মেলায় বাজিমাত করল বাঁকুড়ার আম্রপালি-মল্লিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া: দিল্লির মঞ্চে এবার জায়গা করে নিল বাঁকুড়ার আম। আম্রপালি ও মল্লিকার স্বাদে মজলেন রাজধানীর আমপ্রেমীরা। শনিবার থেকে চিত্তরঞ্জন পার্কের বঙ্গীয় সমাজে শুরু হয়েছে 'বঙ্গ আম মেলা ও হস্তশিল্প প্রদর্শনী ২০২৬'। মেলায় অংশ নিতে গিয়েছেন জেলার কয়েকজন চাষি।

রাজ্যের রেসিডেন্ট কমিশনার ও উদ্যানপালন দফতরের উদ্যোগে ২০১৩ সাল থেকে দিল্লিতে এই মেলা বসছে। মূল লক্ষ্য, রাজ্যের বিভিন্ন প্রজাতির আমের বাজার বাড়ানো। মেলায় আসা শালতোড়ার চাষি বিজয় চিতি জানালেন, "আম্রপালি এখন বাঁকুড়ার পরিচয়। দিল্লিতে চাহিদা তুঙ্গে। আমাদের মাটিতেও এই দুই প্রজাতির ফলন ভালো হয়।"

বিজয়ের দাবি, মেলায় যাওয়ার পর গত তিন বছরে জেলার আমের বিক্রি ও রপ্তানি দুই-ই বেড়েছে। দিল্লি থেকেই অন্য রাজ্যের ব্যবসায়ীরা মাল তুলছেন। উদ্যানপালন দফতরের এক কর্তা বলেন, "আগে চাষিরা ২০-২৫ টাকা কেজি দরে আম বেচতেন। এখন ৪০-৫০ টাকা দরেই বিক্রি হচ্ছে।"

স্থানীয় চাষিদের কথা, আম্রপালির আসল স্বাদ পেতে হলে বাঁকুড়ার মাটি ছাড়া উপায় নেই। দিল্লির বাসিন্দা দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "সারা বছর অপেক্ষা করে থাকি, কবে বাঁকুড়ার আম্রপালি মেলায় আসবে।"

একটা সময় মিয়াজাকি-আলফানসোর ভিড়ে আম্রপালি কোণঠাসা ছিল। এখন ছবিটা বদলেছে। শালতোড়ার চাষি দেবাশিস চিতি জানান, "গত ৫ বছর ধরে আম চাষ করছি। ভালো রোজগার হয়। জেলার ছেলেরা চাইলে এটাকেই পেশা করতে পারে।"

দফতরের তথ্য বলছে, বাঁকুড়ায় এখন মিয়াজাকি, আলফানসো মিলিয়ে ১৫-১৬ রকম আমের চাষ হয়। আর গোটা দেশেই তার কদর বাড়ছে।

বাঁকুড়া 'জেলা পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতিকরণ' বৈঠকে বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে উপস্থিত তৃণমূলনেত্রী তথা সভাধিপতি অনসূয়া রায়। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকেরাও।

চলছে প্রতিযোগিতা: বাঁকুড়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত নক আউট মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় সেমিফাইনাল হয়ে গেল, শুক্রবার বাঁকুড়া স্টেডিয়ামে।

রক্তের টানে এক ছাদের তলায় ১০৫ জন, ক্লাবে রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইন্দপুর: রক্তের আকাল মেটাতে ফের উদ্যোগী হয় ইন্দপুরের 'বাংলা আগামী দিন' ক্লাব। শুক্রবার ক্লাব প্রাঙ্গণেই আয়োজন করা হয় স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের।

উদ্যোক্তারা জানান, ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের ঘাটতি সামাল দিতেই প্রতি বছর এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ২৪ জন মহিলা -সহ মোট ১০৫ জন স্বেচ্ছায় রক্ত দেন। বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজের ব্লাড সেন্টারের কর্মীরা রক্ত সংগ্রহ করেন। রক্তদাতাদের উৎসাহ দিতে শিবিরে উপস্থিত হয়েছিলেন তালড্যাংরার বিজেপি বিধায়ক সৌভিক পাত্র, ইন্দপুরের বিডিও প্রসেনজিৎ চৌধুরী, ইন্দপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তৃণমূলের শর্মিষ্ঠা বাউরি, চিকিৎসক রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়-সহ বিশিষ্টরা।

দুর্নীতির অভিযোগে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের পথ অবরোধ

ইন্দপুর : ভেদুয়াশোল পঞ্চায়েতের দিশারী সঙ্ঘের পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার বাঁকুড়া-খাতড়া রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। পঞ্চায়েত অফিস ঘিরেও চলে বিক্ষোভ। তাঁদের অভিযোগ, হিসাব না দেখানো, কটূক্তি, স্কুলের পোশাকে দুর্নীতি এবং তৃণমূল নেতাদের মদতে পদ আঁকড়ে থাকা। ব্লক প্রশাসনে লিখিত অভিযোগ করেও কাজ না হওয়ায় তাঁরা আন্দোলনে নামেন।

বিডিও-র আশ্বাসে প্রায় ১ ঘন্টা পর অবরোধ ওঠে। সঙ্ঘের সভানেত্রী অবশ্য সব অভিযোগ অস্বীকার করে তদন্তের দাবি করেছেন।

খাতড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে মুকুটমণিপুরে যোগ দিবস পালনের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু, মহকুমা শাসক (খাতড়া) তাপস ভট্টাচার্য -সহ স্থানীয় প্রশাসনের অনেকে।

শালগড়্যায় শুরু হল পাথর খাদানের কাজ, চাঙ্গা হবে স্থানীয় অর্থনীতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইন্দপুর: ইন্দপুরের শিল্প মানচিত্রে যোগ হল নতুন সংযোজন। গৌরবাজার পঞ্চায়েতের শালগড়্যায় বৃহস্পতিবার সকালে ফিতে কেটে একটি পাথর খাদানের শুভ সূচনা হল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ছাতনার বিধায়ক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও তালড্যাংরার বিধায়ক সৌভিক পাত্র।সৌভিক পাত্র বলেন, "এই খাদান চালু হওয়ায় এলাকায় পাথর শিল্পে নতুন গতি আসবে। পাশাপাশি স্থানীয় বেকার যুবকদের কাজের দরজা খুলবে।"জমির মালিক স্বপন চট্টোপাধ্যায় জানান, "সমস্ত সরকারি বিধি মেনে খাদান পরিচালনা করা হবে। এর মাধ্যমে গ্রামের বহু মানুষ জীবিকা পাবেন।"

পেশায় টোটো চালক, বিশিষ্ট আদিবাসী নৃত্যশিল্পী বিজলী মুর্মুকে, মুকুটমণিপুরে সংবর্ধিত করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে হুল দিবসের সভামঞ্চে মাথায় কলস নিয়ে সুন্দর ব্যালান্সিং নৃত্য পরিবেশন করেন পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনীর বিজলী।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

স্বামী রামতীর্থের রচনা সংকলন

পাঞ্জাবের গুজরাণওয়ালা জেলার মুরালীওয়ালা গ্রামে ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে তুলসীদাসের বংশে জন্ম গোঁসাই তীর্থরামের, যাঁর পরবর্তীতে নাম হয় স্বামী রামতীর্থ। গণিতে মাস্টার্স করে তিনি একটি কলেজের অধ্যাপক হন কিন্তু অধ্যাত্মচেতনায় বিভোর তীর্থরাম ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে সন্ন্যাস নেন। অধ্যাত্ম অনুভূতির ফলস্বরূপ রচনা করেন একাধিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ। সেগুলি ছিল মূলত গুজরাতি ও ইংরেজি ভাষায়। সেইসব প্রবন্ধ ও বক্তৃতা বাংলায় অনুবাদ করে 'আর্য্য-দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশ করেন (১৩২৫ থেকে ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত) পত্রিকাটির সম্পাদক শ্রীমৎ অনির্বাণ। একশো বছরেরও বেশি আগে প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ রচনাগুলি

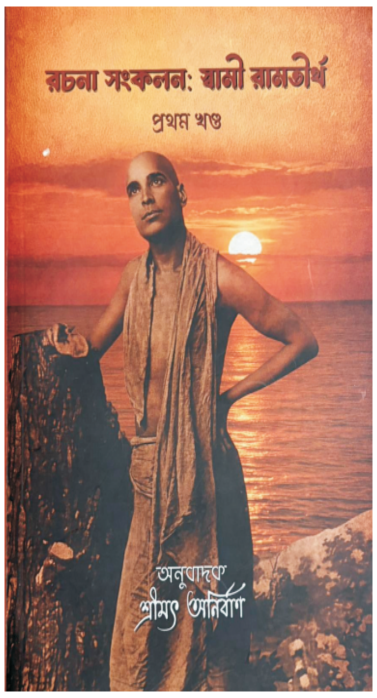

সংগ্রহ করে সম্প্রতি নতুন করে দুই মলাটে সম্পাদনা করে প্রকাশ করলেন রামতীর্থ-গবেষক চন্দন পই এবং ব্রততি মুখোপাধ্যায়। প্রথম খণ্ডে ৩১ টি বক্তৃতা ও দ্বিতীয় খণ্ডে ৪৯ টি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। প্রকাশক, শাস্ত্রিক'।

প্রকাশিত হল কবি মৈত্রেয়ী পাল কর্মকারের ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'পোস্টমর্টেম'

বিষ্ণুপুরের কবি মৈত্রেয়ী পাল কর্মকারের নতুন কাব্যগ্রন্থ 'পোস্টমর্টেম' সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে। সমাজ, জীবন, অভিজ্ঞতা ও কল্পনার মিশেলে সাজানো বইটিতে রয়েছে 'পাথর', 'সমাধি', 'অসময়', 'আলো', 'দেয়ালা', 'বিস্বাদ' সহ নানা স্বাদের কবিতা। প্রতিটি কবিতাই পাঠকের মন ছুঁয়ে যাবে।

বাঁকুড়ার 'স্পর্শ প্রকাশনী' ও 'তৃণমঞ্জরী বইঘর'-এর যৌথ উদ্যোগে বইটি প্রকাশিত হয়েছে। প্রচ্ছদ করেছেন বুদ্ধনীল।

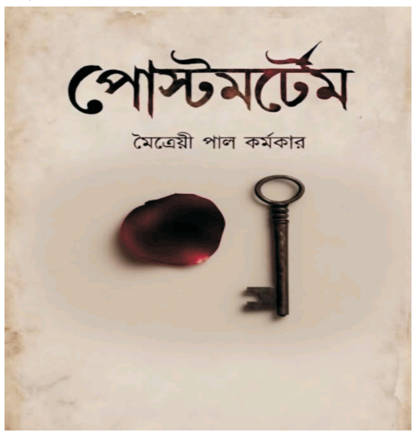

বাঁকুড়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদ্‌যাপনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। জেলা পরিষদ অডিটোরিয়াম হলে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু, জেলাশাসক, পুলিশ সুপার,বিধায়ক থেকে সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজন।

Printed, Published and Owned by Suvendu Tantubay from Hirasole,Indpur,Bankura (W.B) - 722136 and Printed at Ganachetana Press 498/4/1,Sikharia Para, Natubabur Lane, Bankura (W.B)722101.EDITOR- SUVENDU TANTUBAY Mobile 9635772972,Chief Editor: Soumen Rakshit (Unpaid)